দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

213

শিক্ষাঙ্গনে

নিরক্ষরতার অভিশাপ

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের উৎসমূল। ব্যবহারিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন লোক যে কোন নিরক্ষর লোকের চাইতে অনেক বেশী উৎপাদনক্ষম। সে অনেক বেশী সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপনে সক্ষম। একজন শিক্ষিত শ্রমিক বা কৃষক তার পাশের নিরক্ষর শ্রমিক বা কৃষকের তুলনায় সঙ্গত কারণেই অনেক বেশী আত্ম সচেতন, সমাজ সচেতন, সামগ্রিকভাবে সমস্যা সচেতন। অন্যদিকে জনগণের মধ্যে অনেক সময় উপদেশ ও অন্যান্য নীতিমালা মুদ্রিত আকারে প্রচার করা হয়। কিন্তু নিরক্ষর নাগরিকের নিকট এগুলো অর্থহীন। তাই নিরক্ষর জনসাধারণ জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে বিরাট বাধাস্বরূপ।

উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে রয়েছে কর্মপ্রেরণা। আর তা যে জাতি যত বেশী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, সে জাতি তত বেশী সামাজিক অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে।

আর তা সম্ভব হয় শুধু শিক্ষার মাধ্যমেই। বাংলাদেশে ব্যাপক নিরক্ষরতা এ আকাঙ্ক্ষিত কর্মপ্রেরণা অর্জনের পথে বিরাট প্রতিবন্ধক ফলশ্রুতিতে জাতীয় অগ্রগতি স্থবির হতে বাধ্য।

খাদ্য ঘাটতি কমাও, অধিক ফসল ফলাও, আয় বাড়াও, সঞ্চয় বাড়াও ইত্যাদি শ্লোগানগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হচ্ছে, কিন্তু এ দেশের ৭৪% ভাগ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর কাছে তা অর্থহীন। দ্বিতীয়তঃ জাতীয়ভাবে আমাদের দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা অধিক হওয়ায় জাতীয় আয়ের মাত্রা কম। উপরন্তু, অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ না হলে জনগণের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য চাহিদা মিটানোর জন্য সবসময় বিদেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়।

তৃতীয়তঃ কৃষি উন্নয়নের সমস্যা আমাদের জাতীয় উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু কৃষকরা ৯০% নিরক্ষরতা। তাই জাতিকে, উজ্জীবিত তথা উৎপাদনের জন্য সজীব করা সত্যিই কঠিন। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন প্রকার কৃষি উন্নয়নই সম্ভব নয়। নিরক্ষর কৃষিজীবীরা উৎপাদনমুখী হয়েছে এ ঘটনা জগতে কোথাও নেই।

গ্রামীণ জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ নিরক্ষর বিধায় তাদের মধ্যে অভাববোধ ও অভাব মোচনের কোন উপায় জানা নেই। নিরক্ষরতা গ্রামীণ মানুষকে বঞ্চিত রাখছে বিধায় শত শত কোটির টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হচ্ছে।

একান্নভুক্ত পরিবার আমাদের গ্রামীণ [illegible] বৈশিষ্ট্য। পরস্পর সহনশীলতা ও নির্ভরতায় এর সুখ ও সমৃদ্ধি। কিন্তু এসব পরিবারে আজ নিরানন্দ। একে তো অভাব-অনটন, তদুপরি তাতে সংকীর্ণ মনোবৃত্তি—এ দু'য়ের প্রভাবে পারিবারিক শান্তি ও সংঘবদ্ধতা বিনষ্টের পথে। এর মূলে রয়েছে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা।

নিরক্ষরতার অভিশাপে কত দরিদ্র, নিঃস্ব ব্যক্তি যে তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কে রাখে! পুষ্টিহীনতা সামাজিক নিরাপত্তার অবক্ষয়, স্বাস্থ্যহীনতা, শিল্পায়নে অনগ্রসরতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিরক্ষরতার কুপ্রভাব তর্কাতীত। এসব জাতীয় সমস্যাদি সমাধানে নিরক্ষরতার বিকল্প নেই। নিরক্ষরতার মত দুষ্টক্ষত হতে জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত কর্মপন্থার মাধ্যমে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো ব্যাপক গণশিক্ষা কর্মসূচীর প্রচলন।

—মোঃ আবদুস সাত্তার